المُخْتَصَر فِي العَقِيْدَة المُتَّفَقِ عَلَيْهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْن

মৌলিক আকীদা

ইসলামী আকীদার সর্বসম্মত বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত ভাষ্য

শাইখ ড. হাইসাম আল-হাদ্দাদ
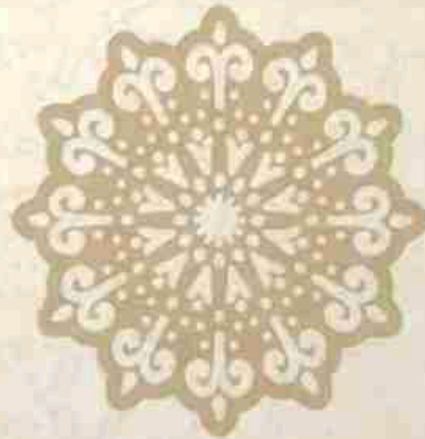
মুখবন্ধ

মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানী, পাকিস্তান
ড. হাসান আশ-শাফেয়ী, মিশর
ড. খাইরুদ্দীন কারামান, তুরস্ক
ড. মাওলুদ আস-সারীরী, মরক্কো

মৌলিক আকীদা
প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০২১

প্রুফ সমন্বয় : আসলাফ টিম

পৃষ্ঠাসজ্জা : আসলাফ টিম

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

ISBN : 978-984-94066-8-7

অনলাইন পরিবেশক

নিয়ামাহ বুক শপ
www.niyamahshop.com

ওয়াফিলাইফ
www.wafilife.com
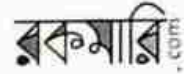
রকমারি
www.rokomari.com

মূল্য : ১০০ টাকা

'Moulik Aqidah' a translation of 'Al-Mukhtasar fil Aqidati Muttafaq Alaiha bainal Muslimin' by Dr. Haitham Al-Haddad, translated by Muhammad Taqi bin Rahimuddin, published by Maktabatul Aslaf of Dhaka, Bangladesh.

মাকতাবাতুল আসলাফ

দোকান নং-৪০, প্রথম তলা

ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বিষয়সূচি

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর।

এই পুস্তিকায় সংক্ষেপে আকীদার প্রায় সকল বিষয়ের আলোচনা হয়েছে, যার ব্যাপারে মুসলমানদের 'সাওয়াদে আযম' তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একমত। আশআরী, মাতুরীদী, আহলুল আসার, সুফী—আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সকল ধারার নিকট বিষয়গুলো সর্ববাদিসম্মত; একান্ত অবিবেচনা-প্রসূত পক্ষপাতদুষ্ট চিন্তাধারার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ ছাড়া।

বইটি রচনার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এই স্বতঃসিদ্ধ বিষয়টি সামনে আনা যে, আকীদার মতভেদপূর্ণ সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর তুলনায় সর্বসম্মত ও ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়সমূহ সংখ্যায় অনেক বেশি, গুণগতভাবেও অধিক মৌলিক ও প্রভাবময়। সুতরাং আকীদায় মতানৈক্য ও মতভেদের উপাদানের তুলনায় ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের উপাদান অনেক বেশি ও শক্তিশালী।

এ উদ্দেশ্য (এবং আরও কিছু লক্ষ্য, যা সবার নিকট স্পষ্ট—) সামনে রেখে বইয়ের মূল পাঠের ভিত্তি রাখা হয়েছে কুরআন এবং সুন্নাহর 'নুসুসের' (মূল পাঠের) ওপর। শব্দগতভাবেও 'নুসুসের' অনুকরণের চেষ্টা করা হয়েছে, আর অর্থগতভাবে উম্মতের উলামায়ে কেরাম যুগে যুগে যে অর্থের ওপর একমত থেকেছেন, তার অনুসরণ করা হয়েছে। যদ্দূর আমাদের জন্য সম্ভব ছিল। এজন্য বইটির মূল পাঠ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরআন-সুন্নাহর নুসুস দ্বারাই গঠিত।

আল্লাহ তাআলার হিকমাহ—সাম্প্রতিক সময়ে উম্মাহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুবিধ সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, যা উম্মাহর নিদ্রাভঙ্গের উপলক্ষ তৈরি করেছে; শক্তি ও সামর্থ্য লাভের পূর্বশর্তগুলো অর্জনের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণে বাধ্য করেছে। বলা বাহুল্য, উম্মাহর শক্তি ও সামর্থ্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত উম্মাহর ঐক্য।

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে বর্তমানে উদ্দিষ্ট ঐক্যের প্রত্যাশী ও আগ্রহীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং তাদের আওয়াজ উচ্চকিত হয়েছে।

ঐক্য অর্জনের পথ ও পন্থা যদিও কুরআন-সুন্নাহর 'নুসুস' ও পূর্বসূরি আহলে ইলমের নিকট সুস্পষ্টরূপে আলোচিত হয়েছে; তবে সমকালীন পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জসমূহকে সামনে রেখে একে আরও বিন্যস্তরূপে উপস্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই পুস্তিকা উম্মাহর জাগরণের লক্ষ্যে গৃহীত জরুরি সংস্কার প্রকল্পের একটি অংশ, যে জাগরণ ইসলামী ঐক্য ছাড়া ফলপ্রসূ হতে পারে না।

আশআরী-মাতুরিদী-আহলুল আসার-সূফী তথা উম্মাহর 'সাওয়াদে আযম'-এর অন্তর্ভুক্ত ধারাগুলোর প্রজ্ঞাবান ও মধ্যপন্থী আহলে ইলম ও একাডেমিক ব্যক্তিবর্গকে আমরা পুস্তিকাটি দিয়েছি, যাতে তাঁরা এটি নিরীক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী দেন। তাঁদের পক্ষ থেকে যেসব মন্তব্য বা পর্যালোচনা আমাদের হস্তগত হয়েছে, তন্মধ্যে ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়গুলো আমরা আমলে নিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, তাও খুব কমই ছিল। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্তব্য আমরা বইয়ের টীকায় উল্লেখ করে দিয়েছি।

পুস্তিকাটি সংশোধন, নিরীক্ষণ ও পরিমার্জনের নানান পর্যায় অতিক্রম করার পর বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধারার আহলে ইলম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ প্রশংসাবাণী লিখেছেন। কয়েকটি আমরা পুস্তিকার শুরুতে সংযুক্ত করে দিয়েছি।

আকীদার অধিকাংশ কিতাব, যা আমাদের পূর্বসূরিগণ রচনা করে গেছেন, তা মন্থন করলে দেখা যায়, এসব রচনায় ইজাতিহাদী বিভিন্ন ধারা বা মানহাজের মাঝে পার্থক্যকারী বিষয়গুলোর প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। একাডেমিক আলোচনায় এটা স্বাভাবিকই ছিল, বিশেষত তখনকার পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী। কারণ এসব কিতাব রচিত হয়েছে তখন, যখন অধিকাংশ সময়ে উম্মাহর বৃহত্তর অংশ এক খিলাফাতের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ ছিল।

কিন্তু বর্তমানে খিলাফাত-ব্যবস্থা নেই। আন্তর্জাতিক বাস্তবতায় বর্তমানে অথবা নিকটতম ভবিষ্যতে খিলাফাত কায়িমের জন্য যে সকল ভিত্তি ও মাধ্যম প্রয়োজন, তাও চোখে পড়ে না। মুসলমানরা দুর্বল এবং শতধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শত্রুর অন্তর থেকে উম্মাহর ভীতি ও প্রভাব দূর হয়ে গেছে। এহেন পরিস্থিতিতে আকীদা পাঠের ক্ষেত্রে আকীদার কিতাবগুলোর সঠিক 'সিয়াক' তথা প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষিত অনুধাবন না করলে এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা স্মরণ না রাখলে উল্টো তা কখনো কখনো গর্হিত বিভেদের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যা মুসলমানদের আরও দুর্বল ও বিভক্ত করে ছাড়তে পারে। আর এটা শরীয়াহর

'মুহকামাত' ও মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী; শরীয়াহর দৃষ্টিতে মারাত্মক ধরনের নিন্দনীয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

> *'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্যধারণ করো; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।'*[১]

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

> *'তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।'*[২]

উম্মাহর নবজাগরণের প্রত্যাশায় পরিচালিত সংস্কার প্রকল্পের আওতায় আমরা উম্মাহর আকীদাগত ও ফিকহী ঐক্য বিনির্মাণে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সংশ্লিষ্ট কিছু রচনা প্রকাশ করাও এর অংশ, যা উম্মাহর সামনে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সমস্যাসমূহকে সামনে রেখে রচিত হবে।

এই বইটিও উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রয়াস, যা উম্মাহর ঐক্যের ইলমী, আমলী এবং আকীদাগত ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে বলে আশা করছি, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন—

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

> *'তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিভেদ করো না।'*[৩]

আল্লাহ তাআলা আমাদের ইখলাস, বিশুদ্ধতা ও হিদায়াত দান করুন। নিশ্চয় তিনি

[১] সূরা আনফাল : ৪৬
[২] সূরা আলে ইমরান : ১০৫
[৩] সূরা আলে ইমরান : ১০৩

হিদায়াতের মালিক ও ক্ষমতাবান।

প্রিয় পাঠক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যেখানেই হোন না কেন, আপনার প্রতি অনুরোধ—কোনো পরামর্শ বা সংশোধনী প্রদানের ক্ষেত্রে দ্বিধা করবেন না; মুমিন অপর মুমিন ভাইয়ের জন্য আয়নাস্বরূপ; মুমিন মুমিনের সাথে সেভাবেই জড়িত, যেভাবে কোনো স্থাপনার একাংশ অপর অংশের সাথে মজবুতভাবে সংযুক্ত থাকে। যেমনটি আমাদের প্রিয় নবী ও পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন।

শাইখ আল্লামা মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ’র[১] মূল্যায়ন

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى، وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، أَمَّا بَعْدُ:

আমার সম্মানিত প্রিয় ভাই শাইখ হাইসাম আল-হাদ্দাদ তাঁর বরকতময় রিসালাহ (الْمُخْتَصَرِ فِي الْعَقِيْدَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا)-এর পাণ্ডুলিপিতে নজর বুলানোর সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ দিয়েছেন। বইটিতে তিনি সংক্ষিপ্ত ও প্রাঞ্জল ভাষায় ইসলামের মৌলিক প্রায় সকল আকীদা সংকলন করার চেষ্টা করেছেন। রিসালাহটি দেখে আমার মনে হলো, এ যেন একটি পাত্রে সমুদ্রের সংকুলান! পাঠক পুস্তিকাটি পড়ে এক বসায় ইসলামের সর্বসম্মত আকীদাগুলো খুব সহজে জেনে নিতে পারবেন। আকীদা ও কালামের কিতাবসমূহে সংশ্লিষ্ট যেসব জটিল আলোচনা বা বিশ্লেষণ আছে তা ব্যতীত।

আল্লাহ তাআলা প্রিয় ভাইয়ের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এটাকে দুনিয়াব্যাপী তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী করুন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী এবং দুআ কবুলকারী।

—মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

সহকারী পরিচালক, জামিয়া দারুল উলুম করাচী

২৭শে শাওয়াল, ১৪৪০ হিজরী

[১] সহকারী প্রধান, মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, জিদ্দা। সহকারী পরিচালক, জামিয়া দারুল উলুম করাচী, পাকিস্তান। সাবেক বিচারপতি, শরীয়াহ অ্যাপিলেইট বেঞ্চ, সুপ্রিম কোর্ট অব পাকিস্তান।

শাইখ ড. হাসান আশ-শাফিয়ী হাফিযাহুল্লাহ'র[১] মূল্যায়ন

প্রেরক : হাসান আশ-শাফিয়ী, কায়রো।
প্রাপক : শাইখ ড. হাইসাম আল-হাদ্দাদ হাফিযাহুল্লাহ।

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সায়্যিদুনা রাসূলুল্লাহর ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের অনুসরণকারীদের ওপর।

বাস্তবেই আকীদায় মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ের তুলনায় সর্বসম্মত বিষয় অনেক বেশি, যেমনটি শাইখ হাদ্দাদ বলেছেন। বিষয়টি সুন্দর ও আনন্দদায়ক। আমরা এর জন্য আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করি।

তিনি যেমনটি বলেছেন, বাস্তবতাও তাই—আকীদার সর্বসম্মত বিষয়গুলো ইসলামী ঐক্যের পুনর্জাগরণের উদ্দেশ্যে গৃহীত মহৎ উদ্যোগসমূহের মজবুত ভিত্তি হতে পারে। ইসলামী ঐক্য আজ রুগ্নতা ও ভঙ্গুরতার নানা উপসর্গে আক্রান্ত। উম্মাহর শত্রুরা প্রত্যেক অঞ্চলেই ঐক্যের পথে কিছু বাস্তব আর কিছু কৃত্রিম সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। দাওয়াতের ময়দানে কর্মরতদের উচিত এসব সমস্যার মুকাবিলায় ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া, আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং তাওয়াক্কুলের রজ্জু আঁকড়ে ধরা। যারা উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন করে আল্লাহ তাআলা তাদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

এই সংক্ষিপ্ত তবে পূর্ণাঙ্গ আকীদার ভাষ্যে একটি চমৎকার আকীদাগত ঐক্য উদ্ভাসিত হয়। বিশেষত আহলুল আসার, মাতুরিদিয়্যাহ-আশাইরা ও সুফিয়্যাহ-এর মাঝে, যা নিকট ভবিষ্যতে 'ইবাযিয়্যাহ'[২] [الإباضية]-

[১] চেয়ারম্যান, মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়া, কায়রো। সদস্য, হাইআতু কিবারিল উলামা, আল-আযহার।

[২] লেখক ড. হাইসাম হাফিযাহুল্লাহ অনুবাদককে জানিয়েছেন, আপাতত ইবাযিয়্যাহ সম্প্রদায়কে

কেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যেমনটি আলজেরিয়ার আহলে ইলমগণ মনে করে থাকেন।

এই আকীদাগত ঐক্য আমাদের সাংস্কৃতিক, সামজিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের ব্যাপারেও আশান্বিত করে; কাঙ্ক্ষিত ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং বিভেদ ও অনৈক্যের বর্তমান উপসর্গসমূহ, যা ভেতর-বাইরের শত্রুরা ব্যবহার করে এবং উস্কে দেয়, তার প্রতিরোধকল্পে ব্যয়িত যেকোনো প্রচেষ্টার ভালো ফলাফলের আশা আমরা করতে পারি।

পরিশেষে, আপনার প্রতি দুটি অনুরোধ—

১. এই ভাষ্যের পরিশিষ্টে একটি অধ্যায় যোগ করবেন, যাতে মুসলমানদের এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মাঝে সম্পর্কের শারয়ী মূল্যায়ন আলোচিত হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় এ সম্পর্কের ভিত্তি যে শান্তি, সদাচরণ ও ইনসাফের ওপর—এই বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত ভুল ধারণাসমূহ দূর করবেন, যেহেতু বিষয়টি বর্তমান সময়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

২. 'আদ্দুররাতুল কালামিয়্যাহ'(الدُّرَّةُ الْكَلَامِيَّةُ) পুস্তিকাটির একটি কপি আমার পক্ষ থেকে গ্রহণ করবেন। এটিও আপনার মূল্যবান পুস্তিকার ধারায় রচিত।

আল্লাহর পথে এগিয়ে চলুন; অবশ্যই আপনি সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন। আল্লাহ আপনার সাথে আছেন। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কর্মবিধায়ক।

—ড. হাসান আশ-শাফিয়ী

চেয়ারম্যান, মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, কায়রো

সদস্য, হাইআতু কিবারিল উলামা

(পত্রটি হস্তগত হওয়ার তারিখ : ০২/১১/১৪৪১ হিজরী মুতাবিক ২৩/০৬/২০২০ ঈসায়ী)

অন্তর্ভুক্ত করার কোনো পরিকল্পনা নেই।

উল্লেখ্য, ইবাযিয়্যাহ ঐতিহাসিকভাবে খারিজীদের উপদল হিসেবে পরিচিত। তাদের মাঝে কট্টর ও মধ্যপন্থী বিভিন্ন ধারা রয়েছে। বর্তমান ওমান ও আলজেরিয়ার ইবাযীদের উল্লেখযোগ্য অংশ আহলুস সুন্নাহকে সহীহ করলেও তাদের সাথে আহলুস সুন্নাহর আকীদাগত বিরোধ এখনো বিদ্যমান। —অনুবাদক

শাইখ ড. খাইরুদ্দীন ক্বারামান হাফিযাহুল্লাহ'র[১] মূল্যায়ন

জনাব ড. হাইসাম আল-হাদ্দাদ হাফিযাহুল্লাহ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

প্রথমত এ মহৎ প্রচেষ্টার জন্য আমি আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। এটি আমাকে ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ'র 'আল-ফিকহুল আকবার'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়, যা সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল আকীদা ও ঈমান অধ্যায়ে মুসলমানদের সর্বসম্মত বিষয়গুলো উল্লেখ করা।

আকীদার এই পাঠটি আমি পড়ে দেখেছি। দ্বীন ও আকীদার মৌলিক বিষয়গুলো নিয়েই এই রচনা; আশআরী, মাতুরীদী ও আহলুল আসার—তিনটি ধারার ঐকমত্যপূর্ণ ও সর্ববাদিসম্মত একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এটি রচিত হয়েছে; মুসলমানদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির প্রত্যাশায়।

তবে বইটির 'তাকদীর' অধ্যায়ে আমার একটি পর্যবেক্ষণ রয়েছে। এ অধ্যায়ের ভাষ্য থেকে একদিকে বুঝে আসে—মানুষের 'ভাগ্য' অনাদিকাল থেকেই লিখিত রয়েছে। অপরদিকে একই ভাষ্য থেকে এও বুঝে আসে যে, মানুষ তার নিজ কর্মের দায়িত্বশীল এবং তার কর্ম তারই উপার্জন বা সক্রিয়তার সাথে সম্পৃক্ত।

বাহ্যত দুটি বিষয় পরস্পর বিরোধী মনে হয়। তাই আমার মতে (আল্লাহই ভালো জানেন) এখানে এমন একটি বাক্য বাড়ানো দরকার, যার মর্মার্থ হবে—'বাহ্যত মানুষের তৎপরতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত কর্মও আল্লাহর কাদীম তথা অনাদি ইলম-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ পাক ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা জানেন এবং তদানুযায়ী তাকদীর লিখেছেন। তিনি আগেই সবকিছু লিখেছেন এবং সেটা পরে জেনেছেন এবং লেখার ফলেই সেগুলো ঘটছে এমন নয়।'

[১] তুরস্কের শীর্ষ আলিম।

অতএব আল্লাহ তাআলা মানুষের কর্ম তাঁর 'ইলম' অনুযায়ী লিখে রেখেছেন, এবং এ লেখাটা হলো তাঁর ইলম-এর ছাপ বা ফল।

এ বিবরণটি অনেক প্রশ্ন ও সংশয় দূর করবে।[১]

আকীদার এই মৌলিক ভাষ্যটি আহলুস সুন্নাহর নিকট ঐকমত্যপূর্ণ। যদিও বর্তমানে মানুষের আকীদার বিশ্লেষণ, হিকমাহ ও গূঢ়তত্ত্ব বোঝার প্রয়োজন আছে। যা আকীদার 'খোলাসা' বা 'ফলাফল' জানার প্রয়োজনীয়তার চেয়ে কম না। আর মুসলমানদের মাঝে ঐক্য-প্রচেষ্টা মহৎ কাজ; তবে তা নির্দিষ্ট ভিত্তি ও নীতিমালার আলোকে হওয়া উচিত।

ইনশাআল্লাহ, এ ভাষ্যটি ঈমান-আকীদা বিষয়ে উম্মাহর ঐক্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে, তবে শাখাগত বিষয়ে যেসব মতপার্থক্য রয়েছে, তা আপন স্থানে বহাল থেকেও ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হওয়া উচিত।

প্রার্থনা করি, উম্মাহর ঐক্যের স্বার্থে যাঁরা যে পরিসরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁদের কবুল করুন।

আল্লাহ তাআলা আপনার এই রচনার জাযা আপনার আমলনামায় যোগ করে দিন, আপনাকে আরও শক্তিমান করুন এবং আপনার মাধ্যমে উম্মাহর শক্তি বৃদ্ধি করুন।

ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ।

—ড. খাইরুদ্দীন কারামান

(চিঠি হস্তগত হওয়ার তারিখ : ৮/২/১৪৪২ হিজরী
মুতাবিক ২৫/৯/২০২০ ঈসায়ী)

[১] শাইখ হাফিযাহুল্লা'র পরামর্শ অনুযায়ী আমরা সংশ্লিষ্ট ভাষ্যে পরিবর্তন এনেছি। —লেখক

শাইখ আবুত তায়্যিব মাওলূদ ইবনুল হাসান আস-সারীরী[১] হাফিযাহুল্লাহ'র মূল্যায়ন

الحَمْدُ للهِ، والصَّلَاةُ والسَّلَامُ على مولانا رسولِ اللهِ، وآلِهِ وصَحْبِهِ وكُلِّ مَن والاه.

আকীদা বিষয়ে উস্তায ড. হাইসাম আল-হাদ্দাদের রচনা এবং তাঁর বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছি। এটির বিষয়বস্তু আকীদার সেসব বিষয়, যা ইসলামী আকীদার ভিত্তি ও সারমর্ম গণ্য হয়। যার ব্যাপারে মুসলিমমাত্রই বিনাবাক্যে একমত। তাই পুস্তিকাটি ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের একটি মাইলফলক হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া উচিত। মূলত এ ঐক্য সৃষ্টি করা এবং এর সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া একটি মৌলিক এবং ব্যাপক দ্বীনী দায়িত্ব। যদিও আজ মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ থেকে বেখবর। বরং সময়ে-অসময়ে বিভেদ সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো উস্কে দিতে বদ্ধপরিকর।

বিভিন্ন অঞ্চলের আহলে ইলমদের দায়িত্ব হলো, এই দ্বীনী কর্তব্যের প্রতি মানুষের অন্তর এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আল্লাহ পাক এমন কোনো কিছুর আদেশ করেন না, যা আঞ্জাম দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বরং এমন কিছুরই আদেশ করেন, যা পালন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব এবং যার মাধ্যম, পদ্ধতি ও অন্যান্য বিষয় আল্লাহ শরীয়াতের মাঝে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

যাদের ধারণা, বর্তমানে ঐক্য অর্জন সম্ভব নয়—তাদেরকে বোঝানো উচিত যে, বর্তমানে এটা সম্ভব, যদি নিয়ত ও মাকসাদ বিশুদ্ধ হয় এবং সঠিক কর্মপন্থা অনুসন্ধান করা হয়। বস্তুত এর একমাত্র পন্থাই হলো দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া এবং সেসব বিষয়ের ওপর আকীদাগত ঐক্যের ভিত্তি রাখা; অন্যান্য বিষয়কে মৌলিক বিষয়াদির শাখা বা সম্প্রসারণ হিসেবে গণ্য করা।

[১] মরক্কোর শীর্ষ আলিম, বিশিষ্ট ফকীহ ও উসূলবিদ।

মূলত উস্তায ড. হাইসাম আল-হাদ্দাদ এ উদ্দেশ্যে পুস্তিকাটি রচনা করেছেন। আরও অনেক শরয়ী মাসলাহাত এর সাথে জড়িত। যথা : অন্তরসসমূহের ইসলাহ, ঐক্য অর্জন, উম্মাহর শক্তি বৃদ্ধি, বিদ্বেষ দূরীকরণ ইত্যাদি। সামান্য লক্ষ করলেই এসব ফায়দা ও মাসলাহাত অনুধাবন করা যায়।

দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন এ কাজকে তাঁর আমলনামায় যোগ করে দেন এবং এর উপকারিতাকে স্থায়ী করেন।

—মাওলুদ আস-সারীরী

(পত্রটি হস্তগত হওয়ার তারিখ : ২৩/১১/১৪৪০ হিজরী
মুতাবিক ২৬/৭/২০১৯ ঈসায়ী)

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীগণের ওপর।

এটি মুসলমানদের সর্বসম্মত আকীদার একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। প্রধান মূলনীতি—

আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান ও শেষদিবসের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তাআলাই জগতের রব, প্রতিপালক। তিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সকল কিছুর মালিক। সকল কিছুর সম্পাদনকারী, নিয়ন্ত্রণকারী। সকল ক্ষেত্রে তিনিই বিধানদাতা, ফায়সালাকারী। সকল কিছু তাঁর অনুগত এবং আজ্ঞাধীন। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অস্তিত্বদাতা। তিনি পরম, সুমহান ও সর্বসুন্দর।

তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। এক—অদ্বিতীয়। কারও মুখাপেক্ষী নন। সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই।

তিনি চিরঞ্জীব, সমগ্র সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক। কোনো তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ। বেনিয়ায—অমুখাপেক্ষী, সকল প্রশংসা তাঁর। তিনি প্রতিটি বিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।

তাঁর রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ এবং সুমহান গুণাবলি। আসমান এবং যমীনের সর্ববিষয়ে তিনি জ্ঞাত। সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী। যাবতীয় জিনিসকে তিনি নিজ ক্ষমতা দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

আসমান ও যমীনের সকল কিছু তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,

যদিও আমরা তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা অনুধাবন করতে পারি না।

দৃষ্টিসমূহ তাঁকে ধরতে পারে না; কিন্তু সকল দৃষ্টি তাঁর আয়ত্তাধীন। কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ বা সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা; সব কথা শোনেন, সব কিছু দেখেন।

অতএব—একমাত্র তিনিই ইবাদাত ও নিরঙ্কুশ আনুগত্যের হকদার।

একমাত্র তিনিই সর্বোচ্চ সম্মানের হকদার।

একমাত্র তিনিই সর্বোচ্চ ভালোবাসার হকদার।

একমাত্র তিনিই সর্বোচ্চ ভীতির হকদার।

একমাত্র তিনিই চূড়ান্ত হামদ তথা প্রশংসার হকদার।

একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। একমাত্র তাঁর ওপরই 'তাওয়াক্কুল' করা হয়। তিনি ভিন্ন কোনো আশ্রয়স্থল বা পরিত্রাণকারী নেই। বস্তুত সুমহান আল্লাহ ব্যতীত কারও কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

অতএব, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের প্রথম ভিত্তি।

* * * *

আল্লাহ জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছেন যেন তারা একমাত্র তাঁর ইবাদাত করে; অন্য কারও নয়। আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের প্রাকৃতিকভাবে তাঁর ইবাদাতের জন্য প্রস্তুত করেছেন—তাদের ফিতরাত বা স্বভাব-প্রকৃতির মাঝেই তাঁর প্রভুত্বের সাক্ষ্য নিহিত রেখেছেন। তাদের ফিতরাতের মাঝেই সকল ভালোর প্রতি টান এবং সকল মন্দের প্রতি ঘৃণা নিহিত রেখেছেন।

—কিন্তু তিনি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদের বানিয়েছেন তাদের শত্রু। যারা তাদের কুমন্ত্রণা দান করে এবং আল্লাহর আনুগত্য ভুলিয়ে দিয়ে ভ্রষ্টতা ও গুমরাহীকে তাদের সামনে আকর্ষণীয় করে তোলে।

—এমনিভাবে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণকারী বস্তুসমূহের আসক্তিকে মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। দুনিয়াকে করা হয়েছে মোহনীয়। এসবই ইহজীবনে তাদের জন্য পরীক্ষা।

—আল্লাহ তাআলা দুনিয়া-পরবর্তী আরেকটি চিরস্থায়ী জীবন সৃষ্টি করেছেন। সেটি হলো এই পরীক্ষার জগতের ফললাভের জগত।

—যদি তারা আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর ইবাদাত করে এবং তাঁর নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে—তবে তারা সফলকাম হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে এবং দুনিয়া-আখিরাতে সৌভাগ্যবান হবে।

—আর যদি তারা আল্লাহর অবাধ্যতা করে, শয়তানদের পথ অবলম্বন করে এবং তাদের প্রবৃত্তিসমূহের অনুসরণ করে—তবে তারা আল্লাহর ক্রোধের উপযুক্ত হবে; দুনিয়া-আখিরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্ভাগা।

আল্লাহর রাহমাত যে, তিনি নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন—যাঁরা জিন ও মানুষকে তাঁর বার্তা পৌঁছান। দুনিয়ার বাস্তবতা তাদের সামনে উন্মোচন করেন। তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং শরীকবিহীন এককভাবে তাঁর ইবাদাতের প্রতি আহ্বান করেন। নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান এবং তাঁদের অনুসরণের দাওয়াত দেন। তাঁদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি আহ্বান করেন। তাদেরকে শয়তান এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সতর্ক করেন। আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেন; সেখানকার সুখের জান্নাত, যা অনুগতদের প্রতিদান, এবং জাহান্নামের শাস্তি, যা অবাধ্যদের প্রতিদান হিসেবে প্রস্তুত আছে—তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান করেন।

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ-কে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাঁর প্রতি নাযিল করেছেন সর্বশেষ কিতাব আল-কুরআনুল কারীম। সকল জিন ও মানবকে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন ও কিয়ামাত-দিবস পর্যন্ত তাঁর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

সুতরাং যে সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল; ঈমান আনবে অদৃশ্য বিষয়াদির প্রতি এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার সকল কিছুর প্রতি—সেই হলো মুসলিম ও মুমিন। দুনিয়া ও আখিরাতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে।

আর যে আল্লাহর প্রতি কুফরী বা অবিশ্বাস করল, অথবা তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল, অথবা মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল হওয়ার ব্যাপারে কুফরী করল, অথবা ঈমানের অন্য যেকোনো ভিত্তি বা মৌলিক অংশের ব্যাপারে কুফরী করল—সে হলো কাফির। আল্লাহ তার প্রতি নারাজ হবেন এবং তার জন্য জীবনকে সংকুচিত করবেন। যদি সে কুফরীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে আখিরাতে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই তো সুস্পষ্ট

ক্ষতি।

কুফর—অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের অপর নাম। কুফর প্রশান্তি বিলীন করে; ধ্বংসের দিকে টেনে নেয়; চরিত্র বিনষ্ট করে; বারাকাহ নিশ্চিহ্ন করে। আখিরাতের পূর্বে দুনিয়ার সফলতাই কেড়ে নেয়। আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই রয়েছে তার অগণিত কুফল—

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

> *'যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবন হবে বড় সংকটময়। আর কিয়ামাতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে উঠাব।'*[১]

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর নবী ﷺ ও তাঁর ওপর নাযিলকৃত সবকিছুর ওপর ঈমান আনে—কিন্তু আল্লাহর অবাধ্যতা করে এবং এ অবস্থায় বিনা তাওবায় তার মৃত্যু হয়—তবে তার কর্মফল আল্লাহর ইচ্ছাধীন; তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন এবং বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, অথবা তাকে শাস্তি দেবেন, অতঃপর স্থায়ীরূপে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

অতএব, কোনো মুসলিম অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করবে না, যদিও গুনাহের ওপর তার মৃত্যু হয়। এটা আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ ও করুণা। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যেভাবে তিনি পছন্দ করেন এবং সন্তুষ্টি হোন।

অংশীদার ব্যতীত এক আল্লাহর ইবাদাতই ন্যায় ও রাহমাতভিত্তিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা ও পুনর্জাগরণের পথ। এটাই শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। এটাই মানবজাতি এবং গোটা জগতের জন্য সৌভাগ্য ও উন্নতির উৎস।

ফিরিশতাকুলের প্রতি ঈমান

ফিরিশতাগণ নূরের সৃষ্ট মাখলুক। আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। আল্লাহ যা তাঁদের আদেশ করেন, তাঁরা তা অমান্য করেন না; যা করতে আদিষ্ট হন তাই তাঁরা করেন। তাঁরা দিবারাত্রি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন; এ ক্ষেত্রে শৈথিল্য করেন না। তাঁরা পানাহার করেন না, বিবাহ করেন না। বিশাল কর্মযজ্ঞের

[১] সূরা ত্বহা : ১২৪

গুরুদায়িত্ব রয়েছে তাঁদের ওপর।

সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রকৃত রূপে দেখে না। আসমান ও যমীনে তাঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন। তাঁদের সত্তা ও সংখ্যার বিস্তারিত জ্ঞান মহান আল্লাহ ছাড়া কারও নিকট নেই।

তাঁদের মাঝে একটি দল রাহমানের আরশ বহনকারী। আরেকটি দল জান্নাত ও জাহান্নামের প্রহরী। আরেক দল মানুষের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত। আর কেউ মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত। অনেক ফিরিশতা মুমিন নর-নারীর জন্য ইস্তিগফার করেন।

তাঁদের মধ্য হতে ইসরাফীল নিয়োজিত আছেন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার দায়িত্বে। মীকাঈল বৃষ্টিপাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত। মালাকুল মাউত রূহ কবযের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

আল্লাহ কুরআনের অনেক স্থানে ফিরিশতাদের আলোচনা করেছেন।

তাঁদের গঠন-আকৃতি সুবিশাল। কারও রয়েছে দুটি ডানা, কারও তিনটি, কারও চারটি, আর কারও ততধিক।

ফিরিশতাদের মাঝে সর্বোত্তম এবং সর্বাধিক সম্মানিত জিবরীল আলাইহিস সালাম। তাঁর ৬০০ ডানা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর ওহী নাযিল করার দায়িত্বপ্রদান করেছেন।

ফিরিশতারা অদৃশ্য জগতের অংশ। তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের মৌলিক অঙ্গ। এ বিশ্বাস বৃদ্ধি করে আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ভালোবাসা, তাঁর প্রতি আশ্রয় গ্রহণের মানসিকতা, তাঁর ভীতি এবং একমাত্র—অংশীদারবিহীন—তাঁকেই আঁকড়ে ধরার আগ্রহ। যে ফিরিশতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করবে, সে ঈমানহারা হবে।

জিনজাতির ব্যাপারে ঈমান

জিন হলো 'সাকালাইন' বা শরীয়াত পালনে দায়বদ্ধ দুই সৃষ্টির দ্বিতীয়টি (প্রথমটি হলো মানুষ)। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য। নবী-রাসূলগণ তাদেরকেও আল্লাহর ইবাদাতের দাওয়াত দিয়েছেন, যেভাবে মানবজাতিকে দিয়েছেন। তাদের কেউ ঈমান এনেছে, আর কেউ কুফরে লিপ্ত

হয়েছে। তারা দুই দলে বিভক্ত—এক দল নেককার, আরেক দল শয়তানের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা থেকে।

কিছু কিছু বিষয়ে তারা মানুষের সাথে সাদৃশ্য রাখে; আবার অনেক বিষয়ে মানুষের সাথে তাদের মিল নেই। তাই তাদের ভিন্ন এক জগৎ, জিন-জগৎ। মানুষ তাদেরকে তাদের প্রকৃত রূপে দেখে না।

তাদের ব্যাপারে ঈমান আনাও গাইব বা অদৃশ্যের প্রতি ঈমানের অংশ। যা মানুষের মনে আল্লাহ তাআলার মহিমা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে; তাঁর আনুগত্য ও নৈকট্যলাভে অন্তরকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

নবী-রাসূলগণ عليهم السلام ও আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তাআলা তাঁর শ্রেষ্ঠ বান্দাদের নির্বাচন করে তাঁদের ওপর ওহী নাযিল করেছেন। তাঁদের কারও কারও ওপর আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। এসব কিতাব সকল শরীক থেকে পবিত্র একক আল্লাহর তাআলার ইবাদাতের দিকে আহ্বান করে, তাঁর ব্যাপারে সংবাদ দেয়, তাঁর দ্বীন, পয়গামসমূহ, আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি স্পষ্ট করে। যারা আল্লাহর আনুগত্য করে, তাদের ইহকাল-পরকালে সফলকাম হওয়ার সুসংবাদ দেয়। আর যারা অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়, তাদের ইহকাল-পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় দেখায়।

তাঁরাই আল্লাহর নবী-রাসূল। আল্লাহ তাআলা সকলকে তাঁদের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কিতাব। আল্লাহ তাআলা সেসবের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিশ্বাসকে ঈমানের রুকন তথা মৌলিক অঙ্গ সাব্যস্ত করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি কোনো একজন রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, বা কোনো একটি আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করবে—সে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাবে।

উল্লেখযোগ্য কিছু আসমানী কিতাব—

- ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ সহীফাসমূহ।

- মূসা আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ তাওরাত।
- দাউদ আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ যাবুর।
- ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল।
- সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হলো আল-কুরআনুল কারীম। যা আল্লাহ নাযিল করেছেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর। আর এটিই একমাত্র কিতাব, কিয়ামাত পর্যন্ত যার সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেছেন।

আর নবী-রাসূলগণ হলেন 'সাকালাইন' তথা মানব ও জিনজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়। আল্লাহ তাআলা তাঁদের বিশেষভাবে নির্বাচন করেছেন। উত্তম গুণাবলি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। রক্ষা করেছেন নিকৃষ্ট যত দোষ থেকে। বিশেষ মুজিযা প্রদান করে তাঁদের সাহায্য করেছেন, যা তাঁদের সত্যবাদী হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। এসব মুজিযাই একজন মানুষের (নবীদের ব্যাপারে)[১] ঈমান আনার জন্য যথেষ্ট।

প্রথম নবী আদম আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তাঁকে আপন 'হাত' দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর থেকেই। তাঁদের থেকেই মানব-বংশধারার বিস্তার। অতএব, তিনি মানুষের আদি পিতা, আর আমরা তাঁর বংশধর।

আরেকজন নবী হলেন নূহ আলাইহিস সালাম, যিনি তাঁর কওমের নিকট ৯৫০ বছর অবস্থান করেছিলেন।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দয়াময় আল্লাহ তাআলার 'খলীল' বা অন্তরঙ্গ বন্ধু।

আর মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর 'কালীম' বা তাঁর সঙ্গে কথোপকথনকারী।

ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। শেষ যামানায় তাঁকে আবার অবতীর্ণ করবেন। তিনি তখন আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসরণ করবেন। সাধারণ মানুষের মতোই তাঁর ওফাত হবে।

আরও অনেক নবী-রাসূল আছেন। তাঁদের কারও কারও ঘটনা আল্লাহ তাআলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন, আর কারও কথা উল্লেখ করেননি। আল্লাহ তাআলা সকল নবীর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকে ঈমানের রুকন আখ্যা দিয়েছেন।

নবী-রাসূলগণ যেন একই পিতার বৈমাত্রেয় সন্তান। দ্বীন এক, রিসালাহ এক, কিন্তু শরীয়াত ভিন্ন ভিন্ন। তাঁদের আনীত শরীয়াতের বিস্তারিত বিধিনিষেধ যদিও বিভিন্ন,

[১] ব্রাকেটের বক্তব্যটি শাইখ হাসান শাফিয়ীর প্রস্তাবিত। —লেখক

কিন্তু মৌলিকভাবে প্রত্যেকটিই ন্যায়, সৎকর্ম ও উত্তম চরিত্রের দিকে আহ্বান করে। অন্যায়, পাপাচার ও অসচ্চরিত্র থেকে নিষেধ করে।

তাঁরা সবাই শেষ নবী হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। আর মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী নবীগণের পথ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁদের নিজ নিজ গোত্রের নিকট প্রেরণ করেছেন, যেন তাঁরা তোদের আহ্বান করেন এক আল্লাহ তাআলার ইবাদাতের দিকে, যিনি শরীক থেকে পবিত্র। আহ্বান করেন তাঁর নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও রাসূলগণের আনুগত্যের দিকে। তাঁরা সৎকাজের আদেশ দেন, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন। অনুগতদের সুসংবাদ দেন দুনিয়া-আখিরাতের সফলতার, আর যারা অবাধ্য তাদের দুনিয়া-আখিরাতে সুস্পষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার ভয় দেখান।

রাসূলগণ পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন, আমানাত আদায় করেছেন। সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণভাবে, যেভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁদের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর সালাত ও সালাম নাযিল হোক তাঁদের ওপর।

কিতাব, নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার কিছু ফায়দা—

- অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়; কারণ তিনি মানবজাতিকে পথপ্রদর্শকবিহীন ছেড়ে দেননি।
- দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসূলদের পথ ও পন্থা অনুসরণের সুযোগ হয়।
- দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয় যে, শেষ ফলাফল মুমিনদের পক্ষে হবে এবং সবরকারীগণ পাবেন বিপুল জাযা—প্রতিদান।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ ﷺ-কে নির্বাচন করেছেন। তাঁকে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। সকল মানব ও জিনের নিকট তাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তাঁর পরে আর কোনো নবী বা রাসূল আসবেন না। তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের ওপর সালাত ও সালাম নাযিল হোক।

তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ, কুরাইশ বংশীয় আরব। তাঁর জন্ম মক্কায়, ওফাত মদীনায়, ১৪০০ বছরেরও আগে। তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের ওপর সালাত ও সালাম নাযিল হোক।

তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক। চরিত্র, ইলম ও আমলে তিনি সর্বোত্তম। তিনি মহান আল্লাহ তাআলার নিকটও সবচেয়ে বেশি প্রিয়।

তিনি তাঁর নিজ খেয়াল-খুশি থেকে কিছু বলেন না। তাঁর কথা তো খাঁটি ওহী, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নিকট পাঠানো হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন বিশ্ববাসীর জন্য রাহমাত, সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসেবে, আর আল্লাহর নির্দেশে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ও আলো বিস্তারকারী প্রদীপরূপে।

তিনি পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করেছেন, হারাম করেছেন অপবিত্র বস্তুসমূহ। মানুষকে মুক্ত করেছেন বোঝা ও শিকল থেকে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী শরীয়াতের কঠিন বিধানসমূহ থেকে। এভাবেই তিনি পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন, আমানাত আদায় করেছেন এবং উম্মাহকে কল্যাণের পথ বাতলে দিয়েছেন। তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর আল্লাহ তাআলা সালাত ও সালাম নাযিল করুন।

তাঁর পরে আগত সকলকে আল্লাহ তাঁর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আল্লাহর বান্দা ও শেষ নবী—এই সাক্ষ্যকে আল্লাহ নিজ একত্বের সাক্ষ্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশ—তাঁর আনীত প্রতিটি সংবাদে ঈমান আনতে হবে, তাঁর প্রতিটি আদেশ-নিষেধ মেনে নিতে হবে; তাঁর শরীয়াত ব্যতীত অন্য কোনো শরীয়াত মোতাবেক আল্লাহর ইবাদাত করা যাবে না।

অতএব, যে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে অথবা তাঁর শেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করে সে বড় কুফরে লিপ্ত, যা মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে বসবাসের উপযুক্ত।

আল্লাহ তাঁকে মহান সব নিদর্শন ও অসংখ্য মুজিযা দ্বারা সাহায্য করেছেন। এসব তাঁর নবুওয়াতের সত্যতাকে দৃঢ় করে। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুজিযা হলো কুরআন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর কথা ও কাজকে বিশ্ববাসীর জন্য প্রতিটি স্থান ও কালে সুন্নাহ, হিদায়াত ও শরীয়াত সাব্যস্ত করেছেন। কিয়ামাত পর্যন্ত রক্ষা করেছেন পরিবর্তন, বিকৃতি ও ধ্বংসের হাত থেকে। তাঁর শরীয়াতকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ শরীয়াতের মর্যাদা দিয়েছেন, যা পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের শরীয়াতকে রহিত করে দেয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে ভালোবাসার ও সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছেন। নানা গুণে তাঁকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন দুনিয়া-আখিরাতে। অসংখ্য উত্তম গুণাবলি দিয়ে সুশোভিত করেছেন। তাঁর ওপর সালাত পাঠ করাকে আল্লাহ দ্বীনের 'শিআর' বা নিদর্শন, ইসলামের আলামাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায় সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর সালাত ও সালাম নাযিল করুন।

প্রতিটি অঞ্চল ও কালের, প্রত্যেক জাতি ও বর্ণের অসংখ্য-অগণিত মানুষ ও জিন তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে।

তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং ঈমানের ওপরই ওফাত লাভ করেছেন। নবী-রাসূলগণের পরে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন।

সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন খুলাফায়ে রাশিদীন। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন আবু বকর, তারপর উমর, তৃতীয় উসমান এবং চতুর্থ আলী। এরপরই হলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ সাহাবী। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁদের সকলকে সন্তুষ্ট রাখুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ হলেন উম্মাহাতুল মুমিনীন, মুমিনদের মা। জান্নাতেও তাঁরা রাসূলের স্ত্রী থাকবেন। অতএব, তাঁদের এবং সাহাবীদের ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ। আর তাঁদের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করা নিফাক ও অবাধ্যতা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন—

- আমাদের অন্তরে আল্লাহর মহত্ত্ব বৃদ্ধি করে; কারণ তিনিই বিশেষভাবে মনোনীত এই নবীকে আমাদের জন্য নির্বাচন করেছেন।
- বৃদ্ধি করে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা; কারণ তিনি আমাদেরকে মানব ও জিন সম্প্রদায়ের সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও রিসালাতের দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন।
- এমনিভাবে বৃদ্ধি করে রাসূলের প্রতি ভালোবাসা; কারণ তিনি আমাদের ভালোবেসেছেন, স্নেহ করেছেন এবং আমাদের জন্য কষ্ট স্বীকার করেছেন।

আর মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি অবিশ্বাস অর্থই—সৌভাগ্য ও গৌরবের পথ ত্যাগ করে

ভ্রষ্টতার পথ ধরা। যা মানব মূল্যবোধকে বিকৃত করে, নিয়ামাতসমূহ দূর করে, আর নিয়ে আসে আল্লাহর আযাব।

পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তাআলা শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর নাযিল করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব—আল-কুরআনুল কারীম।

কুরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কালাম। এমন কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের সমর্থনদাতা ও সংরক্ষণকারী। সামনে বা পেছনে, কোনো দিক দিয়ে মিথ্যা এতে প্রবেশ করতে পারে না। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ। যদি সকল মানুষ ও জিন একত্র হয়ে তার অনুরূপ রচনা করার চেষ্টা করে, তারা সফল হবে না, যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে।

কুরআন কিয়ামাত পর্যন্ত সবচেয়ে বড় মুজিযা ও নিদর্শন। শেষ যুগ পর্যন্ত আল্লাহ তার সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। অন্য আসমানী কিতাবসমূহের ব্যতিক্রম। এই কুরআন প্রজ্ঞাময় বাণী, সুস্পষ্ট নূর, হিদায়াত, রাহমাত ও প্রমাণ।

কুরআন শ্রেষ্ঠ কিতাব; শ্রেষ্ঠ ফিরিশতা রূহুল আমীন জিবরীল আলাইহিস সালাম এটি বহন করে অবতীর্ণ হয়েছেন শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট, লাইলাতুল কদরের শ্রেষ্ঠ রাত্রিতে, শ্রেষ্ঠ শহর মক্কা মুকাররামায়, সঠিকতম পয়গাম ও সর্বোত্তম শরীয়াত নিয়ে।

অতএব, উম্মতে মুহাম্মাদ, যারা এই কিতাবের ওপর ঈমান আনে এবং এ কিতাব তিলাওয়াত করে—অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি বিষয়ে তার অনুসরণ করে—তারা শ্রেষ্ঠ উম্মাহ, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা এ কিতাবকে 'সাকালাইন' তথা সকল জিন ও মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ করেছেন, প্রতিটি বিষয়ে এবং সকল যুগ ও অঞ্চলে। করেছেন পূর্ববর্তী সকল কিতাবকে রহিতকারী। ওয়াজিব করেছেন তার প্রতি ঈমান আনা, আমল করা, তিলাওয়াত করা, শিক্ষা গ্রহণ করা ও শিক্ষা দেওয়া, শিফা গ্রহণ করা এবং তার দিকে আহ্বান করা।

কুরআন ও সুন্নাহ—উভয় প্রকার ওহী ইসলাম ধর্মের মূল উৎস। যে উভয়ের কোনো একটা অস্বীকার করবে, ইসলামে তার কোনো স্থান নেই।

'ফিতরাত' তথা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও 'আকল' তথা স্বাভাবিক বুদ্ধিও উভয় প্রকার ওহীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পরকালের প্রতি ঈমান

শেষদিবস তথা কিয়ামাত ও তার নিদর্শনাবলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের রুকন।

মৃত্যু থেকেই প্রত্যেক মানুষের পরকাল-জীবন শুরু হয়।

কবর হয় জান্নাতের বাগানসমূহের একটি, অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি। মানুষ যদি কবরের ফিতনা থেকে মুক্তি পায়, তাহলে পরবর্তী ধাপসমূহ তার জন্য আরও সহজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কবরের আযাব থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কবরের জীবন শেষ হবে কিয়ামাতের সময়। সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং মানুষকে পুনরায় ওঠানো হবে।

কিয়ামাতের দিন হলো পৃথিবীর সমাপনী দিবস। এটিই 'আল-ইয়াওমুল আখির' বা শেষ দিবস। এ ছাড়াও আরও কিছু নামে এ দিবস পরিচিত।

আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না কখন তা সংঘটিত হবে। তবে আল্লাহ তাআলা আমাদের জানিয়েছেন, কিয়ামাত সন্নিকটে। কিয়ামাতের বিভিন্ন নিদর্শন সম্পর্কেও তিনি আমাদের জানিয়েছেন। এগুলোকে 'আশরাতুস সাআহ' বা কিয়ামাতের আলামাত বলা হয়। বুদ্ধিমান সে, যে কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

কিয়ামাতের কিছু 'ছোট আলামাত' রয়েছে, যা কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়াকে নির্দেশ করে। এর কয়েকটি ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়েছে। যেমন—নবী ﷺ-এর আবির্ভাব। আর কিছু আলামাত সংঘটিত হয়নি। আর কিছু (দীর্ঘমেয়াদে) বারবার সংঘটিত হয়।

'ছোট আলামাত' সমূহের পরে রয়েছে কিয়ামাতের বড় আলামাতসমূহ। এগুলো নির্দেশ করে, কিয়ামত কায়িম হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

যেমন : ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন দ্বীন ইসলামের.

অনুসারী ন্যায়পরায়ণ বিচারক হিসেবে। তাঁর সময়ে বারাকাহ বৃদ্ধি পাবে, নিরাপত্তা ব্যাপক হবে, সকল শরীক হতে পবিত্র একক আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারও ইবাদাত হবে না।

দাজ্জাল বের হবে। ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম তাকে হত্যা করবেন।

ইয়াজুজ-মাজুজ বেরিয়ে আসবে, আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস করবেন।

তারপর ঈসা আলাইহিস সালাম সাধারণ মানুষের মতোই ওফাত লাভ করবেন।

আল্লাহ তাআলা একটি বায়ু প্রেরণ করবেন যা মুমিনদের রূহ কবয করবে। খারাপ লোকেরাই এর পর অবশিষ্ট থাকবে। শয়তান তাদের পথভ্রষ্ট করবে। পৃথিবীতে শিরক ও মূর্তিপূজা ফিরে আসবে। আর এ অবস্থায়ই কিয়ামাত কায়িম হবে।

এরপর বড় আলামাতসমূহ একের পর এক আসতে থাকবে (কোনো কোনোটির ক্রমবিন্যাসে মতভেদ রয়েছে)—পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে। তখন যারা পূর্বে ঈমান আনেনি বা সৎকাজ করেনি তাদের ঈমান আর কাজে আসবে না। মানুষের সাথে কথা বলবে এমন একটি 'দাব্বাহ' তথা প্রাণী বের হবে। বিশেষ একটি 'দুখান' বা ধোঁয়া বের হবে। তিনবার ভূমিধ্বস হবে। সব আলামাতের পরে ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হবে যা মানুষকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নেবে।

এরপর দুই বা তিনবার[১] শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। এতে আসমান-যমীনের সকল সৃষ্টি অজ্ঞান হয়ে যাবে, আল্লাহ যাদের চান তারা ব্যতীত। শেষ ফুঁক হবে পুনরুত্থানের জন্য। তখন সকল মানুষকে কবর থেকে ওঠানো হবে।

সর্বপ্রথম ওঠানো হবে আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে। আল্লাহ তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

মানুষ পুনরুত্থিত হবে। দুনিয়ায় তাদের যে বৈশিষ্ট্য ও গুণ ছিল, তার চেয়ে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি নিয়ে। তারা হাশরের ময়দানে একত্র হবে নগ্নপায়ে, উলঙ্গ ও খতনাবিহীন অবস্থায়।

এ সেই দিন—যার ভয়ে শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, স্তন্যদাত্রী নারী ভুলে যাবে তার দুগ্ধপোষ্যকে, গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে, মানুষকে নেশাগ্রস্তের ন্যায় দেখাবে, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়। প্রচণ্ড ভয় ও অস্থিরতায় সেদিন যালিমদের চক্ষু হবে স্থির।

---

[১] শাইখ হাসান শাফিয়ী হাফিযাহুল্লাহ 'বা তিনবার'—এ অংশটি উল্লেখ না করার পরামর্শ দিয়েছেন; যেহেতু আকীদায় সন্দেহ থাকে না।

মানুষ পালাবে নিজ ভাই, মা, বাবা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অপরাধী সেদিন শাস্তির বদলাস্বরূপ দান করতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, স্ত্রী ও ভাইদেরকে, এমনকি পৃথিবীর সবাইকে। অপরাধীদের সমবেত করা হবে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ, মূক ও বধিররূপে।

সূর্যকে নিষ্প্রভ করে দেওয়া হবে। খসে পড়বে নক্ষত্রসমূহ। আকাশ বিদীর্ণ হবে। বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে তারকারাজি। পর্বতসমূহ হবে ধুনিত পশমের ন্যায়। সমুদ্র হবে উদ্বেলিত ও স্ফীত। থাকবে আরও অনেক ভীতিকর অবস্থা।

সমগ্রজাহানের রবের সামনে মানুষ দাঁড়াবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছর। তাদের অবস্থা পরস্পরে ভিন্ন ভিন্ন হবে। দিনটির দুর্দশা আরও বাড়বে সূর্য তাদের নিকটে এসে যাওয়ার ফলে।

সেদিন আল্লাহ তাঁর কয়েক প্রকার মুত্তাকী বান্দাকে সম্মানিত করবেন; তাঁরা এসব ভীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হবেন না।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারী মুমিনগণ তাঁর 'হাউয' থেকে পান করবে। তারপর তারা আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না।

তারপর ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় মানুষ ছুটে যাবে আদম আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য নবী-রাসূলগণের নিকট, তাঁদের কাছে আবেদন করবে, যেন তাঁরা আল্লাহ তাআলার নিকট হিসাবগ্রহণ শুরু করার জন্য সুপারিশ করেন। তাঁরা সকলে অপারগতা প্রকাশ করবেন। এরপর মানুষ যাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে। তিনি বলবেন, 'আমিই এ কাজের জন্য।' তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট সুপারিশ করবেন যেন বিচারের কার্যক্রম শুরু করে দেন। এটিকেই বলা হয় 'আশ-শাফাআতুল উযমা' বা বড় সুপারিশ। এটিই 'মাকামে মাহমুদ', যা আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে মুহাম্মাদ ﷺ-কে দান করেছেন। হাশরের সমস্ত উপস্থিতি এর প্রশংসা করবে।

শহীদগণ ও উম্মতে মুহাম্মাদীর অনেক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে কোনো হিসাব ও আযাব ছাড়া।

হিসাবগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রতিটি অন্তরাত্মার অধিকারীকে (প্রতিটি প্রাণীকে) তার কৃতকর্মের প্রাপ্য বদলা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। কারও সাথে বিন্দু পরিমাণ অবিচার করা হবে না। কেউ বহন করবে না অপরের পাপের বোঝা। একটি পুণ্য নিয়ে কেউ হাজির হলে, তাকে ১০ গুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। কিন্তু একটি পাপ নিয়ে কেউ হাজির হলে, কেবল সেই পরিমাণ পাপের শাস্তিই সে পাবে।

মানুষের আমলগুলো[১] ওজন করা হবে। আমলনামাসমূহ উড়তে থাকবে।

জান্নাতবাসীদের তাদের আমলনামা দেওয়া হবে ডান হাতে। তাদের সাফল্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক। আর কাফিরদের আমলনামা দেওয়া হবে বাম হাতে। তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত।

মানুষ তিনটি দলে বিভক্ত হবে। কাফির, মুমিন ও মুনাফিক। এরপর প্রতিটি দলকে নির্দেশ দেওয়া হবে যেন তারা তাদের উপাস্যদের অনুসরণ করে। সুতরাং কাফিররা অনুসরণ করবে নিজ উপাস্যদের। তারা তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে।

এরপর আল্লাহ তাআলা মুমিন ও মুনাফিকদেরকে সাজদাহ করার নির্দেশ করবেন। মুমিনরা সাজদাহ করবে, মুনাফিকরা সাজদাহ করতে সক্ষম হবে না। মুনাফিকদের নয়, কেবল মুমিনদেরই দেওয়া হবে এমন নূর, যার সাহায্যে তারা পাড়ি দেবে পুলসিরাত।

পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। তার ধার হবে তরবারির ন্যায়। তার ওপর অনেক হুক থাকবে, যা কেড়ে নেবে জাহান্নামে প্রবেশের উপযুক্ত মুসলমানদের।

সর্বপ্রথম এই সেতু অতিক্রম করবেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ। তারপর অন্যান্য নবীগণ।

তারপর মানুষেরা তাদের নূর, ঈমান ও সৎকাজের পরিমাণ অনুসারে দ্রুত বা ধীরে অতিক্রম করবে।

সেই সময় নবীগণ দুআ করতে থাকবেন, 'হে আল্লাহ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।'

তারপর মুক্তিপ্রাপ্তরা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপিত একটি সেতুর কাছে এসে পৌঁছাবে। দুনিয়ায় তাদের একে অপরের ওপর কৃত যুলুমের বদলা সেখানে নেওয়া হবে। যখন তারা পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে যাবে, তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হবে। জান্নাতে প্রবেশের পর প্রত্যেকেই দুনিয়ার আবাসস্থলের চেয়ে জান্নাতের আবাসস্থল বেশি চিনবে।

প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবেন নবী মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর জন্য জান্নাতের সব ফটক উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

জান্নাতবাসীগণ সেখানে যা চাইবে তাই পাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান

[১] বা আমলের দস্তাবেজগুলো অথবা স্বয়ং আমলের অধিকারীদেরকেই।

করবে। সেখানকার নিয়ামতরাজি ইতিপূর্বে কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, উদিত হয়নি কারও মনের কল্পনায়।

জান্নাতে মুমিনদের বিভিন্ন স্তর থাকবে। সর্বোচ্চ স্তরে থাকবেন নবী ও রাসূলগণ। তারপর সিদ্দীকগণ। তারপর শহীদগণ। তারপর অন্য নেককারগণ।

অপর দিকে, জাহান্নামের অধিবাসী কাফিররা নানান রকমের শাস্তি ভোগ করবে। তাদেরও সেখানে স্তরবিন্যাস থাকবে। তাদেরকে জাহান্নাম থেকে কখনোই বের করা হবে না।

আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন।

পক্ষান্তরে, যেসব মুমিন পাপকাজের কারণে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে পড়েছে, (শাস্তিভোগ করে) পবিত্র হয়ে ওঠার পর মুহাম্মাদ ﷺ ও অন্যদের সুপারিশে তাদের জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে না।

আখিরাতের ওপর ঈমান অন্তরে আল্লাহর বড়ত্বের অনুভূতি পোক্ত করে, তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে মনে প্রশান্তি দান করে। বৃদ্ধি করে আল্লাহ তাআলার মহত্ত্বের অনুভূতি। আমলের স্পৃহা জাগায়, সৎকাজে পরিশ্রম করতে প্রেরণা দেয়। অন্তর থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে অলসতা। বৃদ্ধি করে আল্লাহভীতি ও আল্লাহর আযাবের ভয়। গুনাহের কাজ ছাড়তে সাহায্য করে। দুনিয়ার ব্যাপারে নিরাসক্তি তৈরি করে।

আখিরাতে অবিশ্বাস শক্তিমানকে ঔদ্ধত্য, অত্যাচার ও পাপাচারের দিকে ধাবিত করে। আর দুর্বলকে নিয়ে যায় হতাশা, নৈরাশ্য, বিদ্বেষ, মন্দ কথা, খারাপ কাজ ও দুর্ব্যবহারের দিকে।

আখিরাতে অবিশ্বাস আল্লাহর তাআলার প্রতিই অবিশ্বাস।

তাকদীরের ভালো-মন্দে ঈমান

ঈমানের অন্যতম রুকন তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তাআলা অনাদিতেই সৃষ্টির সকল কিছুর 'মাকাদির' বা তাকদীর নির্ধারণ করে রেখেছেন। অর্থাৎ, জগতের সকল কিছু কোন সময়ে, কোন স্থানে, কোন অবস্থায় এবং কী পরিমাণে অস্তিত্বলাভ করবে বা প্রকাশ পাবে, তা আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন

এবং তদনুযায়ী[১] তা হওয়ার ইচ্ছা করেছেন। (এটাই 'তাকদীর' তথা 'নির্ধারণ')

তারপর আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তাআলা তাকদীরসমূহ লিখেছেন লাওহে মাহফুযে। এরপর তিনি সবকিছুকে সৃষ্টি ও অস্তিত্বদান করেছেন (করছেন এবং করবেন), পূর্বনির্ধারিত সময়, স্থান, অবস্থা, পরিমাণ ও যাবতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে, যেভাবে তিনি ইরাদা বা ইচ্ছা করেছিলেন, নির্ধারণ করেছিলেন, তাঁর ইলম যেভাবে তা বেষ্টন করে রেখেছিল এবং যেভাবে তিনি তা লিখে রেখেছিলেন।

অতএব, জগতে যা কিছু সংঘটিত হয়, সবই আল্লাহ তাআলা ইরাদা বা ইচ্ছা করেছেন, নির্ধারণ করেছেন, তাঁর ইলম দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছেন এবং লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন, এরপর তা অনুসারে অস্তিত্বদান করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন।

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

> *'নিশ্চয় আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।'*[২]

তাকদীর দুই প্রকার

প্রথম প্রকার : যা সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের 'কাসব' ও কাজের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। সুতরাং মানুষ থেকে এর হিসাব গ্রহণ করা হবে। দুনিয়ায় বা আখিরাতে কিংবা উভয় জগতেই তাকে এর ফলভোগ করতে হবে। যদি কাজটি উত্তম হয়, তবে তার প্রতিদান হবে উত্তম, আর যদি মন্দ হয়, তবে তার পরিণতি হবে মন্দ।

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

> *'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে, কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সেও তা দেখবে।'*[৩]

কল্যাণ অর্জন ও ক্ষতি দূরীকরণের জন্য মানুষের নানাবিধ উপায়-উপকরণ গ্রহণ করাও তাকদীরের এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ কর্তৃক গৃহীত উপায়-উপকরণের ভিত্তিতে দুনিয়ায় মানুষকে আল্লাহ যে ফলাফল প্রদান করেন, তা দুনিয়াবী

[১] অর্থাৎ উক্ত নির্ধারণ অনুযায়ী।

[২] সূরা কামার : ৪৯

[৩] সূরা যিলযাল : ৭-৮

প্রতিদানের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার : যাতে বান্দার 'কাসব' বা কর্মের কোনো ভূমিকা নেই। আল্লাহ তাআলা বান্দা থেকে এর কোনো হিসাব গ্রহণ করবেন না। এ প্রকারে রয়েছে ভালো-মন্দ, সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদি—বান্দার ধারণা ও বাহ্য দৃষ্টি অনুসারে।

এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবিতদের জন্য পরীক্ষা ও রাহমাত। এ ছাড়াও এসবের রয়েছে আরও অনেক হিকমাহ বা তাৎপর্য, যা কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। কখনো কোনো কোনো বান্দার নিকট তাৎপর্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে; তবু সেগুলোর ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না (যে, অমুক বিষয়ের হিকমাহ এটিই)। কেননা এসব 'গাইব' বা 'অদৃশ্যের' অন্তর্ভুক্ত।

অতএব, তাকদীরের যা কিছু মন্দ ও ক্ষতি—তা মুসলমানদের পাপমোচন করে এবং তাদের মর্যাদা উন্নত করে, যদি তারা সবর করে। এসবে রয়েছে সবার জন্য, এবং বিশেষভাবে গুনাহগারদের জন্য—বার্তা ও শিক্ষা, যেন তারা তাওবা করে।

আর তাকদীরের যা কিছু কল্যাণ ও সুখ, তা শোকরের দিকে আহ্বান করে। তবে কখনো হতে পারে 'ইস্তিদরাজ'[১]।

বান্দাদের দুঃখ-কষ্টে সবর করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে শোকর করতে বলা হয়েছে; যাতে তারা দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ লাভ করতে পারে।

বান্দাগণ সৃষ্টিগতভাবে দুনিয়াবী উপায়-উপকরণ গ্রহণে অভ্যস্ত। তাদের প্রতি শরীয়াতের নির্দেশনাও তাই। যেসব দুনিয়াবী উপায়-উপকরণকে আল্লাহ জাগতিকভাবে অথবা শরয়ীভাবে কল্যাণ ও উপকার অর্জনের এবং অকল্যাণ ও অনিষ্ট প্রতিহত করার মাধ্যম বানিয়েছেন, বান্দাগণ তা গ্রহণ করবে। তবে তাওয়াক্কুল বা ভরসা হবে একমাত্র আল্লাহর ওপর; বিশ্বাস রাখতে হবে যে, উপায়-উপকরণ স্বয়ং কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না।

অতএব, তাকদীরে যার বিশ্বাস রয়েছে, সে অন্তরে স্বস্তি ও প্রশান্তি অনুভব করে। কেননা সে জানে, তার সাথে যা ঘটেছে, তা কখনোই তাকে এড়িয়ে যেত না। আর যা তার হাতছাড়া হয়েছে, কখনোই সে তা পেত না। এমন বিশ্বাসের ফলে মানুষ

[১] আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অসন্তুষ্টির ভিত্তিতে প্রদত্ত সাময়িক ছাড়, যা বাহ্যদৃষ্টিতে নিয়ামাত মনে হলেও বাস্তবে আযাব। —অনুবাদক

কোনো কিছু হারানোর কারণে মর্মাহত হয় না। কোনো কিছু অর্জন করার কারণে আনন্দে আত্মহারা হয় না। সে শান্ত থাকে, ধৈর্যধারণ করে, সন্তুষ্ট থাকে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন। সে দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় জগতে সুখী হয়।

যে ব্যক্তি তাকদীরের মর্ম অনুধাবন করে এবং এতে বিশ্বাস রাখে, সে প্রচষ্টাবিমুখ হয় না; বরং দুনিয়া ও আখিরাতে কাজে আসে বা উপকারী হয় এমন সব কিছু অর্জনে প্রচেষ্টা চালায়।

আর যে ব্যক্তি তাকদীরে অবিশ্বাস করল, সে ইসলামের মিল্লাত ত্যাগ করল। সে জীবনধারণ করে ব্যাকুলচিত্ত ও দিশেহারা অবস্থায়।

দ্বীন ইসলাম

দ্বীন ইসলাম—ইনসাফ, দয়া ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার নির্দেশ দেয়। সর্বপ্রকার কল্যাণ ও সৎকাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। নিষেধ করে অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও যুলুম থেকে।

এটিই একমাত্র সত্য দ্বীন। আল্লাহ তাআলা কারও থেকেই ইসলাম ভিন্ন কোনো দ্বীন গ্রহণ করবেন না।

এটিই সর্বোত্তম শরীয়াত ও জীবনব্যবস্থা। সবচেয়ে মহান, পূর্ণাঙ্গ, সুসংহত, ন্যায়ানুগ ও কোমলতাপূর্ণ শরীয়াত ও জীবনব্যবস্থা।

ইসলামের সর্বাংশ জুড়ে আছে কল্যাণ।

ইসলামের সর্বাংশ জুড়ে আছে পূর্ণতা।

ইসলামের সর্বাংশ জুড়ে আছে মহত্ত্ব।

ইসলামের সর্বাংশ জুড়ে আছে প্রজ্ঞা।

ইসলামের সর্বাংশ জুড়ে আছে ন্যায়।

ইসলামের সর্বাংশ জুড়ে আছে রাহমাত।

মানবজীবনের প্রতিটি অঙ্গন, ব্যক্তিগত হোক বা দলগত—ইসলামের আওতাভুক্ত। অতএব, ইসলাম দল, সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির দ্বীন।

দ্বীনের তিনটি স্তর রয়েছে। ইসলাম, ঈমান ও ইহসান। ইসলাম শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় বাহ্যিক আমলসমূহের ক্ষেত্রে। আর ঈমান শব্দটি ব্যবহৃত হয় অন্তরের আমলসমূহের ক্ষেত্রে। কখনো কখনো উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো ভিন্ন অর্থে।

সুতরাং ইসলাম হলো : আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল—এমন সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত কায়িম করা, যাকাত প্রদান করা, রামাদানের সাওম পালন করা এবং পবিত্র বাইতুল্লাহ'র হজ করা, যারা বাইতুল্লাহ পর্যন্ত যেতে সক্ষম তাদের জন্য।

ঈমান হলো : আল্লাহ তাআলা, ফিরিশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত-দিবস ও তাকদীরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস স্থাপন করা।

দ্বীনের সর্বোচ্চ স্তর হলো ইহসান। ইহসান হলো, আল্লাহ তাআলার ইবাদাত এমন খাঁটিভাবে করা—'যেন তুমি তাঁকে দেখছ; আর তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।'

মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য

মুসলমানরা একে অপরকে ভালোবাসেন এবং পরস্পরে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করেন। তাঁরা দ্বীনী ভাই, যেখানেই থাকুন আর যেভাবেই থাকুন। তাঁদের রব এক, নবী এক, কিতাব এক, কিবলা এক, কুরবানী এক, জামাআহ এক। তাঁরা একতাবদ্ধ শক্তি।

অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আরবের ওপর নেই অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব। শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই কৃষ্ণাঙ্গের ওপর, তেমনি কৃষ্ণাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই শ্বেতাঙ্গের ওপর। শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচিত হবে শুধুই তাকওয়া বা আল্লাহভীতি দ্বারা।

তাঁরা ঐক্য পছন্দ করেন, বিভেদ অপছন্দ করেন। দ্বীনের ক্ষেত্রে সংযোজন করেন না কোনো নবআবিষ্কৃত বিষয়। তাঁরাই 'সাওয়াদে আযম'। তাঁরা ভালো কাজে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের আনুগত্য করেন। আলিম ও গুণী ব্যক্তিদের মর্যাদা দেন। আল্লাহর শত্রুদের ঘৃণা করেন। এ সত্ত্বেও তাঁরা সকল মানুষের জন্য কল্যাণ ও হিদায়াত কামনা করেন। তাঁরা মুসলমানদের কাফির আখ্যা দেন না। এই দায়িত্ব

সোপর্দ করেন আলিম ও কাযীদের হাতে। তাঁরা উন্নততম চরিত্রে ভূষিত হন, নিজেদের মুক্ত রাখেন মন্দকাজ ও নিকৃষ্ট আচরণ থেকে।

মুসলমানরা সর্বোত্তম জাতি। মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁদের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁরা সৎকাজের আদেশ দেন, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন। আল্লাহর পথে জিহাদ করেন। পুণ্যকর্ম ও তাকওয়ায় তাঁরা একে অপরকে সাহায্য করেন। গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরকে সাহায্য করেন না। সৃষ্টির প্রতি তাঁরা দয়া প্রদর্শন করেন, ন্যায়পূর্ণ আচরণ করেন। কল্যাণকর্মে নিয়োজিত হন এবং কল্যাণের প্রসার ঘটান। মন্দকাজ বা অনিষ্ট থেকে বিরত থাকেন এবং তা প্রতিহত করেন।

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের শাসনক্ষমতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শেষ ফলাফল তাঁদের পক্ষে হবে। তাঁরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে আস্থাশীল ও আশাবাদী, আল্লাহর সাহায্যপ্রত্যাশী।

মূল পাঠ শেষ হলো। সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের। সালাত ও সালাম নাযিল হোক সর্বশেষ নবী ও রাসূল, আমাদের নবী, মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের সবার ওপর।

—ড. হাইসাম বিন জাওয়াদ আল-হাদ্দাদ

বইটির কিছু বৈশিষ্ট্য

বইটি মূলত ঈমান-আকীদার মৌলিক ও সর্বসম্মত বিষয়াদির একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ। আকীদার শাখাগত ও বিশ্লেষণী অংশ এর বিষয়বস্তু নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই শাখাগত বিষয়সমূহ অথবা মৌলিক ও সর্বসম্মত বিষয়াদির তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণী অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

- **বইটির মূল পাঠ কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি শব্দ ও বাক্যমালা অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। তাই বাংলা সংস্করণের শেষে আরবী পাঠও যোগ করা হয়েছে।**
- সংশ্লিষ্ট আকীদার তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শাস্ত্রীয় বর্ণনাভঙ্গি পরিহার করা হয়েছে।
- খুবই সহজ ও সাবলীল ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ঈমান-আকীদার সর্বসম্মত ও মৌলিক বিষয়াদির ওপর পূর্বসূরি মনীষীদের অনেক রচনা রয়েছে। তবে যুগ ও সময়ের পার্থক্যসহ বিভিন্ন কারণে এ বিষয়ে নতুন রচনা সময়ের প্রয়োজন ছিল।

এ বই থেকে পাঠক যেসব ফায়দা অর্জন করতে পারেন, তন্মধ্যে কয়েকটি—

- আকীদার মৌলিকতম বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সহজ হবে।
- এসব বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মাঝে কোনো মতানৈক্য না থাকার ব্যাপারে নিশ্চয়তা লাভ করবে; ফলত, আকীদার মৌলিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত দৃঢ়তা হাসিল হবে।
- মৌলিক বিষয় মৌলিকের স্থানে এবং শাখাগত বিষয় শাখার স্থানে রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

এ ছাড়াও আরও অনেক ফায়দা রয়েছে, যা বইয়ের ভূমিকা ও আহলে ইলমদের মূল্যায়ন ও প্রশংসাবাণীতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রিয় পাঠক অবশ্যই তা দেখে নেবেন।

—অনুবাদক

‘মৌলিক আকীদা’ বইটি মূলত ঈমান-আকীদার মৌলিক ও সর্বসম্মত বিষয়াদির একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ। আকীদার শাখাগত ও বিশ্লেষণী অংশ এর বিষয়বস্তু নয়। বইটি কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি শব্দ ও বাক্যমালা অবলম্বনে খুবই সহজ ও সাবলীল ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করে রচিত হয়েছে।

এ বই থেকে—

- আকীদার মৌলিকতম বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সহজ হবে।
- এসব বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর মাঝে কোনো মতানৈক্য না থাকার ব্যাপারে নিশ্চয়তা লাভ হবে; ফলত, আকীদার মৌলিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত দৃঢ়তা হাসিল হবে।
- মৌলিক বিষয় মৌলিকের স্থানে এবং শাখাগত বিষয় শাখার স্থানে রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

Cover: Abul Fatah | 01914783567